ই - সংবাদ

কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ১৯ মে ।। কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির এক সভা গত ১৭ মে সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্নারাণী মাহিষ্যদাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহঃ ইসলামউদ্দীন, ডি সি এম এল ডার্লং, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ব্লক এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সাথে পরামর্শ করে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পাশাপাশি সঠিক সময়ে সে সব কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পানীয় জলের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়েও তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি জানান, বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ৩ লক্ষ ২৩ হাজার জন উপকৃত হচ্ছেন। সভায় ব্লকের বি ডি ও বৈজয়ন্ত দাস উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য দিয়ে জানান, গত অর্থবছরে এম জি এন রেগায় বরাদ্দ ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৯টি ।বি ডি ও জানান, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫২ লক্ষ ১১ হাজার ৯৮৯ টাকা। উন্নয়নমূলক কাজে ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩৪ লক্ষ ১ হাজার ৮৯২ টাকা। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত বরাদ্দ পেয়েছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৩৩ টাকা। আবাসন স্কীমে ৬০০ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। বি ডি ও জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এম জি এন রেগার মাধ্যমে হস্ত তাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৫৯ টাকা উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় হয়েছে। শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় ১২ হাজার ৪৯৬ টি। বনদপ্তর থেকে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৮৪ টাকা ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সুকেশ রায় জানান, চলতি বছরে শ্রীপদ্ধতিতে ৩৫০ হেক্টর জমিতে ধানের চাষ করা হচ্ছে। সুপারী বাগান করা হবে ২০ হেক্টর। এতে ব্যয় হবে ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আম্রপালি চাষ করা হবে ৫ হেক্টর। ব্যয় হবে ৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। লেবু চাষ করা হবে ৩ হেক্টর। ব্যয় হবে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক জানান, কদমতলা ও কালাছড়া ব্লক এলাকায় ১২ হাজার ৮০৬ জন সামাজিক প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্লক এলাকায় ৩৫ জনকে উন্নত ঘাস চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে এম জি এন রেগায় ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০০ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ স্ব - স্ব দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন।

চাকমাঘাট ও তুইসিন্দ্রাই পঞ্চায়েতে নানা উন্নয়ন কাজ

খোয়াই, ১৯ মে ।। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থে তেলিয়ামুড়া ব্লকের তুইসিন্দ্রাই পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৬৬ টাকা। এছাড়া, উক্ত কমিশনের অর্থে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৩৯ টাকা ব্যয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পাকা ড্রেইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অর্থে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি যাত্রী শেড নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে, ব্লকের চাকমাঘাট পঞ্চায়েতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থে পানীয় জলের সুবিধার্থে ১৫টি হ্যান্ড পাম্প বসানো হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৬০ টাকা। এছাড়া, মিনিষ্ট্রি অব ডোনার থেকে প্রাপ্ত ৫০ হাজার টাকায় পঞ্চায়েতের ৭টি ওয়ার্ডে ১টি করে হ্যান্ড পাম্প বসানো হয়েছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অর্থে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৮২৪ টাকা ব্যয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ৩৯ মিটার পাকা ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৩ হাজার ৬১ টাকা ব্যয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে শৌচালয় সংস্কার করা হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকার উপজাতি যাত্রী নিবাসে শৌচালয় ও রান্নাঘর সংস্কার করা হয়েছে। উক্ত কমিশনের অর্থে এতে ৪৮ হাজার ৪২৫ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুরূপভাবে চাকমাঘাট বাজারে মার্কেট শেড সংস্কার ও ৬০ মিটার পাকা ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭২৫ টাকা। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রেগায় উন্নয়ন কাজ

কৈলাসহর, ১৯ মে ।। চন্ডীপুর ব্লকের গোলকপুর এ ডি সি ভিলেজে ৫ জন কৃষকের জমি সমতলকরণ করা হয়েছে। এতে এম জি এন রেগায় ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৩ টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় ২৩২৭টি। এছাড়া, গৌরনগর ব্লকের ফুলবাড়ী কান্দি পঞ্চায়েতে ১৪টি পুকুর খনন করা হয়েছে। এতে এম জি এন রেগায় ব্যয় হয়েছে ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার ২০৪ টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হয় ১১,৩৮১ টি।

মাইরাছড়ি বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক শিবির ২৫ মে

রূপাইছড়ি, ১৯ মে ।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ২৫ মে সাতচাঁদ ব্লকের মাইরাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এলাকার উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত হবে মত বিনিময় সভা। এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

শিকারীবাড়ীতে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন

খোয়াই, ১৯ মে ।। খোয়াই মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং শিকারীবাড়ী ভিলেজের যৌথ উদ্যোগে আইদাক্ষুর এস বি স্কুলে আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা ১৬ মে শেষ হয়েছে । শিকারীবাড়ী ভিলেজে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪২ জন শিল্পী মামিতা, গড়িয়া, লেবাংবুমানি নৃত্য ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন । এই অনুষ্ঠানে শিকারীবাড়ী ভিলেজের চেয়ারম্যান সুকুমনি দেববর্মা, পূর্ব চাম্পাছড়া ভিলেজের চেয়ারম্যান পবন দেববর্মা, সমাজসেবী শচীকান্ত দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ১৯ মে ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ২২-২৭ মে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ২২মে শিবির হবে পশ্চিম কৈয়াচাঁদবাড়ী, ভগবান কোবরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ২৩ মে হবে মোহনপুর কালীবাড়ী, মাধববাড়ী এবং শচীন্দ্রনগর কলোনীর দুর্গাটিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ২৪মে হবে মজলিশপুরের উত্তর মোহনপুর এবং বিশ্রামবাড়ী ভিলেজের বল্লবী সর্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ২৫মে হবে পশ্চিম বড়জলার পশ্চিম নারায়ণবাড়ী এবং ২৭মে শিবির হবে বড়জলা বীণাপানির দীননাথ চন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন ।

কর্ণমণি পাড়ায় প্রশাসনিক শিবির ২৫মে

আমবাসা, ১৯ মে ।। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ২৫মে গঙ্গানগর ব্লকের কর্ণমনি পাড়া এ ডি সি ভিলেজের চন্দ্রমোহন জে বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । শিবিরে পি আর টি সি, এস টি, মাসিক আয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে । থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও । সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চিঠি

আগরতলা, ১৮ মে ।। ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেষ্ট (নীট) ২০১৭ -এর ইংরেজী প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাংলা প্রশ্নপত্রের অমিল থাকার বিষয়টি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে চিঠি দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, রোটাভাইরাস টীকাকরণের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রাজ্য সফরকালে নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও যেন হয় এই বিষয়টি তাঁর নজরে আনা হয়েছিল। সে অনুযায়ী নীট ২০১৭ পরীক্ষাও আয়োজিত হয়, যেখানে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র ছিল। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

রাজ্যে যথারীতি নীট পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তবে পরীক্ষার পর পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক, শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, ইংরেজী প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাংলা প্রশ্নপত্রের অমিল রয়েছে। অভিভাবকরা ইংরেজী এবং বাংলা প্রশ্নপত্রের প্রতিলিপি সহ বাংলা প্রশ্নপত্রের ইংরেজী অনুবাদও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তাঁর চিঠিতে সেগুলোর প্রতিলিপি সংযুক্ত করে দেন।

চিঠিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, পরীক্ষায় ইংরেজী প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাংলা প্রশ্নপত্রের অনেক অমিল ছিল। দুটি ভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের বিশিষ্ট ফিজিক্স, কেমিস্ট্রী এবং বায়োলজী শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্নপত্র আবার পরীক্ষা করানো হয় । তাঁরা সযত্নে পরীক্ষা -নিরীক্ষার পর জানান, বাংলা এবং ইংরেজী প্রশ্নপত্র দুটির মধ্যে গরমিল রয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, যেহেতু নীট হল একটি সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা তাই ছাত্রছাত্রীদের মেধা সমভাবে পরখ করার জন্য তৈরী করা প্রশ্নপত্র যে ভাষাতেই হোক না কেন, সেগুলি একই রকম হওয়া উচিত। তা না হলে এই পরীক্ষার মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হবে।
যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা সহ বিষয়টির সুরাহা করার অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ।

গ্রামীণ ক্রীড়া ঃ খো-খো ও কাবাডির রাজ্য আসর সম্পন্ন

সোনামুড়া, ১৮ মে ।। রাজ্য ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়ার খো-খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা গতকাল থেকে কলমচৌরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয় । গতকাল বিকেলে উল্লিখিত দু-টি ইভেন্টের রাজ্য ভিত্তিক এই ক্রীড়া আসরের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, সবার জন্য খেলা এই কর্মসূচীকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার ১১টি ইভেন্টে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠিত করেছে । তারমধ্যে ৬টি ইভেন্টে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্তরে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছে । ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, প্রথমবারের মত এই ক্রীড়া দারুণভাবে সাফল্যলাভ করেছে । ২০১৭-১৮ বর্ষে আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে গ্রামীণ ক্রীড়া সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । ক্রীড়াঙ্গণকে শান্তি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করে ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করছে, অপরদিকে রাজ্য সরকার খেলাধূলার প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরুউদ্দিন আহমেদ। তিনি আলোচনায় বলেন, খেলাধূলার মানোন্নয়নে বিশ্রামগঞ্জে একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা তাপস রায় । সভাপতিত্ব করেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তার। রাজ্যভিত্তিক এই ক্রীড়া আসরে রাজ্যের আটটি জেলার ৪৬৬ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে। অনূর্ধ্ব সতের বছর বালক ও বালিকাদের গ্রামীণ ক্রীড়ার এই খো-খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে আজ শেষ হয়েছে ।

আগরতলায় পালিত হবে মাতৃভাষা প্রণাম দিবস

আগরতলা, ১৮ মে ।। বরাকের ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামীকাল (১৯মে) আগরতলাতেও মাতৃভাষা প্রণাম দিবস পালিত হবে । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠান এ দিন বিকেল ৪ টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষা গৃহে শুরু হবে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দপ্তরের অধিকর্তা এম কে নাথ । অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রতিশ মজুমদার । এই উপলক্ষে বহুভাষিক কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন ।

This Document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com